بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় ভারতে এখন বিভিন্ন মাধ্যমে জামাতের পরিচিতি বাড়ছে বা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু যারা কর্মী, যারা ওয়াকফে জিন্দেগী এবং মুবাল্লিগ ও মুরুব্বী তাদের ব্যক্তিগতভাবেও নিজেদের চেষ্টা প্রচেষ্টাকে বেগবান করতে হবে। তারা মারও খায়, বিরোধিতাও হয় কিন্তু তাসত্ত্বেও প্রজ্ঞার সাথে তবলীগের কাজকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ০৮ই জুলাই ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কিছু কথা উপস্থাপন করব। এর প্রতিটি রেফারেন্স এবং উদ্বৃতি পৃথক পৃথক হবে আর প্রতিটি নিজের মাঝে এক শিক্ষনীয় দিক রাখে। তিনি (রা.) কিছু কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতেও বর্ণনা করেছেন। প্রথম কথা হলো তবলীগের প্রেক্ষাপটে। এতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দেশ বিভাগের পর কাদিয়ানের জামাতকে তাদের জলসা সালানায় মনোযোগ আকর্ষণ করে বার্তা প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন, আপনাদের কাজ হলো তবলীগ করা, আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে অগাধ পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে ইলহামে জানিয়েছিলেন, **"আমি তোমার প্রচার পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব"**। কিন্তু একই সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তবলীগের প্রতি জামাতের সদস্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আমার বই পুস্তক থেকে জ্ঞান অর্জন কর এবং তবলীগ কর, যেভাবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তবলীগ করতেন।

যাহোক এখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পয়গাম বা বার্তার সেই অংশ উপস্থাপন করছি যা তবলীগ সংক্রান্ত। কাদিয়ানে আহমদীদের সংখ্যার স্বল্পতা এবং উপায় উপকরণের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং দরবেশদের মনোবল চাঙ্গা করেন। তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রাথমিক যুগের অবস্থার বরাতে কথা বলেছেন।তিনি তাদের সম্বোধন করে বলেন, এতে সন্দেহ নেই যে, কাদিয়ানে আপনাদের সংখ্যা মাত্র তিনশত তের, কিন্তু আপনারা হয়তো এই কথাকে ভোলেন নি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন খোদার নির্দেশে কাদিয়ানে কাজ আরম্ভ করেছিলেন তখন কাদিয়ানে আহ্মদীদের সংখ্যা কেবল দুই বা তিন ছিল। তিন শত অবশ্যই তিন এর চেয়ে সংখ্যায় বেশি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির সময় কাদিয়ানের জনবসতি ছিল এগার শত। এগার শত এবং তিনের অনুপাত হলো এক অনুপাত তিনশত ছেষট্টি, অর্থাৎ যদি এখন, অর্থাৎ যখন তিনি (রা.) এই বার্তা প্রেরণ করেন, বলেন যে, এখন কাদিয়ানের জনবসতি যদি বারো হাজার ধরে নেওয়া হয় তাহলে বর্তমান আহ্মদী জনবসতির সাথে কাদিয়ানের বাকি জনবসতির অনুপাত হবে এক অনুপাত ছয়ত্রিশ যা পূর্বে ছিল এক অনুপাত তিনশত ছেষট্টি। এক কথায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন কাজ আরম্ভ করেছেন তার চেয়ে আপনাদের শক্তি, এখানে কাদিয়ান বাসীদের তিনি (রা.) বলেন যে, তখন থেকে আপনাদের শক্তি দশগুণ বেশি। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন কাজ আরম্ভ করেন তখন কাদিয়ানের বাইরে কোন আহ্মদীয়া জামাত ছিল না। কিন্তু এখন ভারতের বহু স্থানে আহ্মদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেসব জামাতকে জাগ্রত ও সুশৃঙ্খল করা, এবং এক নতুন সংকল্পের সাথে তাদেরকে দন্ডায়মান করা আর এই সংকল্প নিয়ে তাদের শক্তিকে পুঞ্জিভূত করা যে, তারা ইসলাম এবং আহমদীয়াতের প্রচারকে ভারতের চার দিগন্তে ছড়িয়ে দিবে, এটি আপনাদেরই কাজ। আজও হয়তো এই অনুপাতই হবে, এখন আহমদীরা সেখানে হাজার হাজার হলেও অন্যদের সংখ্যাও একই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে। আর এখন তো আল্লাহ্ তা'লা পূর্বের তুলনায় অনেক উত্তম উপকরণ সৃষ্টি করেছেন আর মাধ্যমও খোদার কৃপায় অনেক বেশি। আল্লাহ্ তা'লার অপার

কৃপায় ভারতে এখন বিভিন্ন মাধ্যমে জামাতের পরিচিতি বাড়ছে বা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু যারা কর্মী, যারা ওয়াকফে জিন্দেগী এবং মুবাল্লিগ ও মুরুব্বী তাদের ব্যক্তিগতভাবেও নিজেদের চেষ্টা প্রচেষ্টাকে বেগবান করতে হবে। তারা মারও খায়, বিরোধিতাও হয় কিন্তু তাসত্ত্বেও প্রজ্ঞার সাথে তবলীগের কাজকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ইনশাআল্লাহ্। পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও আমার এই কথা সামনে রাখা উচিত যে, খোদা তা'লা আমাদেরকে তবলীগের কাজ করার এবং এটিকে ব্যাপকতর করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর এটি কুরআনের নির্দেশ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এই কথাই বলেছেন। মহানবী (সা.)-কেই আল্লাহ্ তা'লা এই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এর জন্য আমাদের সুসংহত, সুসংগঠিত এবং সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে যেন এই কাজকে ব্যাপকতর করা যায়। আর তবলীগের পাশাপাশি নবাগতদের বা যারা বয়আত করে জামাতভুক্ত হয় তাদেরকে স্থায়ীভাবে জামাতের অঙ্গীভূত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হয়। অনেক জায়গায় তবলীগও হয় আর মানুষ জামাতভুক্তও হয় কিন্তু এরপর তাদেরকে স্থায়ীভাবে জামাতের অঙ্গীভূত করা হয় না। এর ফলে যারা আসে তাদের অনেকেই চলে যায়। ভারতে বেশির ভাগ গ্রাম্য এবং দরিদ্র মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করে, কিন্তু বিরোধীদের পক্ষ থেকে যখন হৈহুল্লোড় আরম্ভ হয় তখন কিছু দুর্বল ঈমানের মানুষ ভয়ে ভীত হয়ে ঈমান নষ্ট করে। আমাদের ব্যবস্থাপক বা কর্মীরা বা যারা পরিকল্পনাকারী, তবলীগের কাজে তারা যেভাবে পরিকল্পনা হাতে নেয় এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ভালো কাজও হচ্ছে সেখানে। তবলীগের ময়দানে নাযারাত ইসলাহ্ ইরশাদ ছাড়াও আরো কিছু বিভাগ কাজ করছে। সেখানে নুরুল ইসলাম নামে একটি বিভাগ আছে, তাদের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। ফোনের মাধ্যমে আর পত্র পত্রিকার মাধ্যমেও তারা তবলীগের কাজ করছে। একইভাবে ওয়াকফে জাদীদের ব্যবস্থাপনার অধীনেও তবলীগের কাজ হচ্ছে। তাদেরকে এমন স্থানে, যেখানে বিরোধীরা পৌঁছে নতুন বয়আতকারীদের বা নতুন আহমদীদের কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করে সেখানে গিয়ে নতুন বয়আতকারীদের মনোবল দৃঢ় করা উচিত। জেলার কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে পৌঁছানো উচিত যেখান থেকেই সংবাদ আসে যে, সেখানে কোন আহ্মদীর কোন প্রকার কষ্ট হয়েছে, তা ছোট কোন গ্রামই হোক না কেন। একইভাবে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও সেখানকার লোকদের এবং মুবাল্লিগদের পরবর্তী যোগযোগের মানকে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত এবং স্থানীয় লোকদের অবস্থা সম্পর্কে স্থায়ীভাবে অবগত থাকার জন্য উত্তম পরিকল্পনা হাতে নেওয়া উচিত কেননা সেখানেও, যেভাবে আমি বলেছি, গতকাল দরসেও বলেছি যে, আহ্মদীয়াতের বা জামাতের বিরোধীরা তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে যায় তাদেরকে আহ্মদীয়াতের প্রতি বিতশ্রদ্ধ করার ষড়যন্ত্র নিয়ে। যাহোক যেখানে বেশি বয়আত হয় এমন দারিদ্র কবলিত দেশে, এমনসব স্থানে এই ধরণের কাজ হাতে নেওয়া উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা খাজা কামালুদ্দিন সাহেবের সাথে সম্পর্ক রাখে, তিনি তার জ্ঞান কিভাবে বৃদ্ধি করেছেন সে বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, খাজা সাহেবের উন্নত বক্তৃতা এবং লেকচারের পেছনে রহস্য কি ছিল? মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, খাজা কামালুদ্দিন সাহেবের সাফল্যের বড় কারণ ছিল তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী পাঠ করে একটি ভালো বক্তৃতা প্রস্তুত করতেন। এরপর কাদিয়ান এসে কিছুটা খলীফা আউয়াল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করতেন, আর কিছুটা অন্যান্য আলেমদের। এভাবে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য লেকচার বা বক্তৃতা প্রস্তুত করতেন। এরপর সেই বক্তৃতা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন শহর সফর করতেন এবং খুব সাফল্য পেতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এমনই হওয়া উচিত, বক্তা বা লেকচারারদের বিষয় ভালোভাবে প্রস্তুত করে দেওয়া উচিত যেন তারা বাইরে গিয়ে সেই বক্তৃতাই করে। এর ফলে জামাতের উদ্দেশ্য অনুসারে বক্তৃতা হবে, আর আমরা এখানে বসেই বুঝতে পারবো যে, এরা কি বক্তৃতা করবে। আসল বক্তৃতা তাই হবে। এছাড়া স্থানীয় কোন প্রয়োজন যদি দেখা দেয় তাহলে সমর্থন সূচক বক্তৃতা হিসেবে অন্য কোন বিষয়েও তারা কথা বলতে পারে।

সুতরাং এই হলো মুবাল্লিগ এবং তবলীগকারীদের জন্য নির্দেশিকা বা নীতি আর তাদের জন্যও যাদের জ্ঞানের আসরে আনাগোনা রয়েছে, যদি বক্তৃতা এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় তাহলে বড় বড় প্রফেসর এবং কিছু নামধারী ধর্মীয় আলেম এবং এমন মানুষ যারা ধর্মের ওপর আপত্তি করে তারাও প্রভাবিত হয়। এছাড়া এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগদেরকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে জামাতের দেখা উচিত কোন

কোন স্থানে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সম্মান করা হয় না অর্থাৎ জামাতের সদস্য এবং সভ্যরা মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগদের সেভাবে যত্ন নেয় না বা সম্মান করে না, যেভাবে করা উচিত। আর এ প্রেক্ষাপটে কোন কোন স্থান থেকে এখনও অভিযোগ আসে কিন্তু একই সাথে আমি একথাও বলতে বাধ্য যে, মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগদের ওপর এই দায়িত্বও বর্তায় আর তাদের ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে যে, জামাতে নিজেদের সম্মান এবং মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য তাদেরও জ্ঞানের দিক থেকে এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চমর্যাদায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, যেন জামাতের কোন সভ্য বা সদস্য তাদের সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে না পারে। কোন কোন স্থানে প্রশাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু লোক মুরুব্বীদের সম্পর্কে অন্যায় কথা বলে বসে। মুরুব্বী যেখানে সংশোধনের চেষ্টা করে সেখানে তার বিরুদ্ধে অপলাপ আরম্ভ করে দেয়।

পুনরায় দোয়া গৃহীত হওয়ার রহস্য কী, এর হিকমত এবং প্রজ্ঞার রহস্যের দিকটা তুলে ধরতে গিয়ে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এমন নিদর্শন দেখাতে এসেছেন আর এমন মানুষ সৃষ্টি করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, যাদের দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে সুমহান বিপ্লব সাধন করবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এর অর্থ হলো, যা সারা পৃথিবী করতে পারে না তা এক দোয়ার মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, খোদা তা'লা প্রতিটি দোয়া অবশ্যই গ্রহণ করবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুত্র সাহেবযাদা মোবারক আহমদ সাহেব-এর ইন্তেকাল হয়েছে, হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব ইন্তেকাল করেছেন অথচ তিনি তাদের জন্য দোয়াও করেছিলেন কিন্তু তারা ইন্তেকাল করেছেন আর এটিও তাঁর একটা নিদর্শন। কেননা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব সম্পর্কে তিনি পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিয়েছিলেন আর কোন কথা যখন পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়, সেটি নিদর্শন গণ্য হয়। সুতরাং সব দোয়া গৃহীতও হয় না আর সব দোয়া প্রত্যাখ্যাতও হয় না। অবশ্য আল্লাহ্ তা'লা যেই দোয়া গৃহীত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তা অবশ্যই গৃহীত হয়, কেউ তা খণ্ডন করতে পারে না।

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে তিনি আরো কিছু ছোট ছোট দৃষ্টান্ত, উদাহরণ বা ঘটণাবলী বর্ণনা করেছেন। এক কুঁজ মহিলার দৃষ্টান্ত দেয়া হচ্ছে, তিনি বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক কুঁজ মহিলার ঘটনা শোনাতেন, তাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কি চাও যে, তোমার কোমর সোজা হয়ে যাক, নাকি এটি চাও যে, অন্যরাও কুঁজ হয়ে যাক? যেহেতু কিছু মানুষ নাছোড় প্রকৃতির হয়ে থাকে, হিংসুকও হয়ে থাকে, সে উত্তর দেয় যে, দীর্ঘ দিন কেটে গেছে, আমি কুঁজ আর কুঁজই হয়েই চলে আসছি, মানুষ আমার কুঁজ নিয়ে হাসী ঠাট্টা করে, এটি তো এখন আর সোজা হতে পারেই না, এখন তো আমি বয়ঃবৃদ্ধা হয়ে গেছি, এরা সবাই যদি কুঁজ আর কুঁজ হয়ে যায় তাহলেই আমি আনন্দ পাব আর আমি হেসে তিরস্কার করে তৃপ্তি পাব। তিনি বলেন, এই ধরণের কিছু হিংসুক প্রকৃতির মানুষ থেকে থাকে, হিংসা পরায়ণ প্রকৃতি থেকে থাকে, তাদের এটি নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা থাকে না যে, তাদের কষ্ট দূর হোক বরং চায় অন্যরা কষ্টে নিপতিত হোক। সুতরাং এমন হিংসুকদের কবল থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত, আর এই দোয়াও করা উচিত যে, আমরা যেন এমন হিংসুকদের মত না হই যারা এ ধরণের হিংসা প্রসূত কথা বার্তা বলে থাকে।

এরপর এক অন্ধের কাহিনী রয়েছে, এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এক অন্ধ ছিল যে রাতের বেলায় অন্য কারো সাথে কথা বলছিল, আলাপচারিতায় মত্ত ছিল, এক ব্যক্তির ঘুম নষ্ট হচ্ছিল তাতে, সেই ব্যক্তি বলল যে, হাফেজ জী ঘুমিয়ে পড়, হাফেজ সাহেব বললেন যে, আমাদের ঘুমানোর আর অর্থই বা কী, চুপ করাই তো, মুখ বন্ধ করাই তো। এই কথার অর্থ হলো ঘুমানোর অর্থ চোখ বন্ধ করা আর নিরব থাকা, আমার চোখ তো পূর্বেই বন্ধ, এখন নিরবই হয়ে যাব আর কী, নিরবতা পালন করছি। তিনি বলেন, এই যে কষ্টদায়ক অবস্থাগুলো, এগুলো মু'মিনের জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে না, কেননা সে বলে যে, আমি পূর্বেই এতে অভ্যস্ত। যেভাবে মু'মিনকে এই দুনিয়ার মানুষ যখন হত্যা করতে চায় সে বলে যে, আমাকে হত্যা করে কি পাবে, আমি পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লার পথে মৃত্যুকে বরণ করে রেখেছি। আল্লাহ্ যা চান আমি তা করতে প্রস্তুত আছি। আল্লাহ্‌র জন্য আমার প্রাণ প্রস্তুত। তিনি বলেন, পৃথিবীর মানুষ মৃত্যুকে ভয়

করে কিন্তু মু'মিনকে যখন এই পৃথিবীর মানুষ হত্যা করতে চায় সে ভয় পায় না, সে বলে, আমি তো সেই দিনই মারা গেছি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছি, একমাত্র পার্থক্য হলো পূর্বে আমি চলমান এক লাশ ছিলাম এখন হয়তো আমাকে মাটির নিচে দাফন করবে, এর ফলে আমার জন্য খুব একটা পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। তো এক প্রকৃত মু'মিনের চিন্তা ধারা এমনই হয়ে থাকে।

তিনি আরো একটি দৃষ্টান্ত দেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এক মহিলা কোন বিয়েতে যোগদান করে, যে ছিল খুবই কৃপণ কিন্তু তার ভাবী ছিল উদার। ননদ এবং ভাবী উভয়ই বিয়েতে যোগদান করে, ভাবী উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় মনের ছিলেন, সেই কৃপণ মহিলা বিয়েতে এক রুপিয়া উপহার দেয় কিন্তু তার ভাবী দেয় বিশ রুপিয়া। যখন তারা বিয়ে থেকে ফিরে আসে তখন কেউ সেই কৃপণ মহিলাকে জিজ্ঞেস করে যে, বিয়েতে কি খরচ করেছ, সে বলে যে, আমি এবং আমার ভাবী একুশ রুপিয়া তোহফা দিয়েছি। তো চাঁদার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্তকে প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি বলেন, কোন কোন জামাতে চাঁদার ক্ষেত্রে বড় মনের পরিচয় দেয়, তাদের চাঁদাকে নিজের প্রতি আরোপ করা তেমনই যেভাবে এই কৃপণ মহিলার এমন কথা বলা যে, আমি এবং ভাবী একুশ রুপিয়া দিয়েছি। কিন্তু কিছু ধনবান বা সম্পদশালী মানুষ এমনও আছে যারা কৃপণ হয়ে থাকে, জামাতের সমষ্টি বা সামগ্রিক চাঁদাকে নিজেদের প্রতি আরোপ করে, এমন দৃষ্টান্তও সামনে আসে আর নিজেদের প্রতি আরোপ না করলেও অবশ্যই বলে যে, আমাদের জামাত এত টাকা চাঁদা দিয়েছে। যেন তাদের জামাতে তিনি সবচেয়ে বেশি চাঁদা দেন, অথচ যারা চাঁদা দিয়েছে তাদের অধিকাংশ দরিদ্র আর ধনীরা সেই অনুপাতে চাঁদা দেয় না।

একবার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় কিছু অন্যায় কথা-বার্তা হয়, ধর্মের সম্মানকে দৃষ্টিতে রাখা হয় নি, জামাতের ঐতিহ্যকে দৃষ্টিতে রাখা হয় নি, এই সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে তিনি তাদেরকে বলেন যে, দেখ হাসি-তিরস্কার বা হাসি-ঠাট্টা বৈধ, নিষেধ নয়, হাস্যরস নিষেধ নয়। মহানবী (সা.)ও হাস্যরস করতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও হাস্যরস করতেন। আমরাও করি, আমরা এ কথা বলব না যে, আমরা রসিকতা করি না, আমরা শতবার হাস্যরস এবং রসিকতা করি কিন্তু নিজেদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী বা নিকটাত্মীয়দের সাথে করে থাকি, এতে কারো তাচ্ছিল্যের দিক থাকে না, যদি কারো তাচ্ছিল্যের দিক থাকে, কারো আত্মসম্মান বোধে আঘাত আসে তাহলে এমন হাসি-তিরস্কার সঠিক নয়। যদি মুখ থেকে এমন শব্দ বের হয় যাতে তাচ্ছিল্যের কোন উপকরণ থাকে তাহলে আমরা ইস্তেগফার করি আর সবারই তা করা উচিত। সুতরাং আমি হাস্যরস থেকে বারণ করি না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে এতটা সীমা ছাড়িয়ে যেও না যার ফলে জামাত দুর্নাম হতে পারে। এখন পৃথিবীর সর্বত্র শুধু কাদিয়ান বা রাবওয়ার কথাই নয় অন্যান্য স্থানেও জামাতি ব্যবস্থাপনার অধীনে খেলাধুলার ব্যবস্থা হয়, সেখানে যদি এমন কোন কথা হয় তাহলে জামাত বদনাম হয়। তাই সর্বত্র এ সম্পর্কে সাবধানতার প্রয়োজন রয়েছে।

অতএব আমাদের প্রতিটি কাজে, গতি বিধীতে এর বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিত তা খেলাধুলা হোক, বিনোদন বা কবিতার আসরই হোক না কেন। জামাতের সম্মানকে আমরা পদদলিত হতে দেব না, এর সম্মান এবং এর মর্যাদার প্রতি আমরা সব সময় শ্রদ্ধাশীল থাকব। তাই এই যে কয়েকটি কথা আমি বললাম, এগুলো শিক্ষনীয় কথা বা শিক্ষনীয় বিষয়, এগুলোকে দৃষ্টিতে রাখা উচিত।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 8th July, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B